রূপেই অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ মহামহিমাযুক্ত নারদীয়পুরাণে এইপ্রকার উল্লিখিত আছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

সত্যযুগে ধ্যানে যে ফল হয়, কলিযুগে শ্রীহরিনামেই সেই ফল পাওয়া যায়; ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিযুগে শ্রীহরিনামেই সেই ফল পাওয়া যায়; ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এবং দ্বাপরযুগে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনামেই সেই ফললাভ হয়; ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং "কলি সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ইত্যাদি যে তিনটি শ্লোকে কীর্ত্তনের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা সুন্দরই হইয়াছে। ২৭৩॥

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেনৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে তেষাস্তুতদ্বহির্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেন তদ্দ্রঢ়য়তি—কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্। বিমুক্তকর্ম্মার্গলমুত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ২৭৪॥

স্পষ্টম্॥ ১২।৭॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৭৪॥

এইরূপ পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে "কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ"—চমস যোগীন্দ্রের এই উক্তিতে যে নারায়ণপরায়ণত্ব বলা হইয়াছে, তাহা কলিযুগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার হইতেই সিদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার হওয়াতেই কলির জীব নারায়ণপরায়ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহাদের মধ্যে পাষণ্ড অর্থাৎ পাষণ্ডভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া নামাপরাধী, তাহাদের যে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা ঘটে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যতিরেকমুখে ১২।৩।৩৭—৩৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন—"হে রাজন্! ত্রিলোকের প্রভুগণ যাঁহার চরণ-পঙ্কজে সতত নত, পাষণ্ডভাবে বিভিন্ন চিত্ত কলিযুগের মানুষগণ জগতের প্রভূ সেই অচ্যুতাখ্য ভগবানকে পূজা করিবেন না। ম্রিয়মাণ ও আতুর অবস্থায়, পরিতে পরিতে, স্খলন অবস্থায়, বিবশ হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে পুরুষ নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে, কলিযুগের মানবগণ সেই হরির পূজা করে না। এই দুইটি শ্লোকের উক্তির অভিপ্রায় এই যে—যাহারা পাষণ্ডভাবে অপরাধী, তাহারাই শ্রীভগবানে